বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ • সংখ্যা-১৬ • বর্ষ-৫

সম্পাদকীয়

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ ● সংখ্যা-১৬ ● বর্ষ-৫

প্রত্যয়

স্বাগত ২০১৯! নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। এ বছরের প্রথম সংখ্যা হিসেবে 'প্রত্যয়' এর ষোড়শ সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদক
প্রাণেশ বণিক

সহযোগী সম্পাদক
নজরুল ইসলাম
এসএমএ রকিব
নার্গিস মোর্শেদ
আশরাফুল আলম খোশনবীশ

লেখা পাঠান

- কর্মসূচিসংক্রান্ত
- বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা
- সফলতার গল্প
- সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি
- নতুন নতুন চিন্তাভাবনা এবং
- তথ্যবহুল লেখা

এ ছাড়াও প্রত্যয়–সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ

khoshnobish@burobd.org
০১৭৩৩ ২২০৯০০
nargis@burobd.org
০১৭৩৩ ২২০৮৫৪

এ সংখ্যায় থাকছে

০৩
'আচরণ ও ব্যক্তিত্ব' বিষয়ক পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন

০৪
বুরো হেলথ কেয়ার: স্বাস্থ্যসেবায় নির্ভরতা

০৫
অগ্নিনিরোধ এবং আমাদের সচেতনতা

০৮
একটি ছাদবাগান এবং এর প্রাসঙ্গিকতা

১০
সেকেন্ডারি লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

১১
খবরাখবর

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৫৫০৫৯৮৬০, ৫৫০৫৯৮৬১, ৫৫০৫৯৮৬২
ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org

‘আচরণ ও ব্যক্তিত্ব’ বিষয়ক পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন

মার্জিত আচরণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে

আমরা আশা করি প্রতিটি ব্যক্তিই যেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা এবং আচরণের ওপর ভিত্তি করে। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সমষ্টি। সৌজন্যমূলক আচরণ, ইতিবাচক স্বভাব, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য– এসব কিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। ভালো এবং মন্দ কাজের পার্থক্য উপলব্ধি করে সঠিক কাজটি করার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও নৈতিকতার মধ্যে পড়ে।

সৌজন্যমূলক বা মার্জিত আচরণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্জিত আচরণ একজনকে পরিপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

মানব-সম্পর্ক উন্নয়ন কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে। আর মানব-সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাম্য আচরণ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের আচরণের ছোটোখাটো ত্রুটি অনেক সময় কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আমরা একটু সচেতন হলেই অনেক ভালো অভ্যাস সহজে রপ্ত করতে পারি এবং পরিশুদ্ধ আচরণ করতে পারি।

এরকম বেশ কিছু ছোটোখাটো কিন্তু ভালো অভ্যাস তালিকাভুক্ত করে ‘আচরণ ও ব্যক্তিত্ব’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা বুরো বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের সকল কর্মী ভাইবোন, তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীসহ ছোটো-বড়ো সকলে এসব ভালো অভ্যাস রপ্ত করতে সক্ষম হবেন এবং নিজেদেরকে ব্যক্তিত্ববান ও মার্জিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন– এমন প্রত্যাশা থেকেই পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

গত ৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, মধুপুরে ‘আচরণ ও ব্যক্তিত্ব’ শীর্ষক এই পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, উপ-পরিচালক কর্মসূচি ফারমিনা হোসেন, মুখ্য সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ রতিশ চন্দ্র রায়, সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা মো. নজরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ ইন্দ্রনীল ইন্দুসহ প্রশিক্ষণ বিভাগের সকল প্রশিক্ষক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপকবৃন্দ। ●

বুরো হেলথ কেয়ার
স্বাস্থ্যসেবায় নির্ভরতা

একটি আদর্শ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন ডাক্তারি জীবনের শুরু থেকেই লালন করে আসছি। নব্বইয়ের শেষের দিকে এসে বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন ভাই আমাকে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। তাঁর স্বপ্ন মানুষের জন্য কিছু একটা করা, যা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। এরপর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রায়শই এই প্রসঙ্গ নিয়েই পরিকল্পনা হতো, যা এক পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে পরিণত হয়। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা হলেও কার্যক্রম শুরু হয় গত তিন বছর পূর্বে। প্রাথমিকভাবে টাঙ্গাইলে একটি আদর্শ রোগনির্ণয় ব্যবস্থার অভাব দূর করার জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়।

সিঅ্যান্ডবি রোডস্থ একটি ভবনকে রুচিসম্মতভাবে সংস্কার করে অত্যাধুনিক মেশিনপত্র স্থাপন করা হয় বছরখানেক আগে। অভিজ্ঞ প্যাথলজিস্ট-এর অধীনে নিয়োগ প্রদান করা হয় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান। প্রতিষ্ঠানের সামনের রাস্তাটির মেরামতকাজ চলমান থাকায় এবং আরো কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে এর কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব ঘটে। ইতোমধ্যে মানসম্মত একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি, যা বর্তমানে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা অবধি সেবা প্রদান করে চলেছে।

২০১৯-এর শুরুতে আমি দায়িত্ব নেয়ার পর ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও প্রচার-প্রচারণার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি। প্রথমত, একটি সফটওয়ার দিয়ে রোগীদের রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি। এতে এই ক্লিনিকে সেবাগ্রহণকারী সকলকে একটি কার্ড প্রদান করা হবে এবং তার চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে আজীবন সংরক্ষিত থাকবে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি উন্নত হাসপাতালগুলো অনুসরণ করে রোগীদের আন্তরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রিসিপশন ব্যবস্থা, ডাক্তারগণের চেম্বার ও অন্য বিষয়গুলো নতুন করে সাজানো হয়।

প্রচারণার জন্য আমরা টাঙ্গাইলে বুরো বাংলাদেশের পাঁচটি শাখায় বিনা মূল্যে রোগী দেখার জন্য হেলথ ক্যাম্প করেছি। প্রতিটি হেলথ ক্যাম্প-এ আমরা দুই শ'র অধিক রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছি। যদিও আমরা বিনা মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করিনি তবুও সেবাগ্রহণকারীগণ আমাদের আন্তরিকতায় ও প্রদত্ত চিকিৎসায় খুশি হয়েছে এমন ফিডব্যাক পেয়েছি। উক্ত এলাকা থেকে আমরা নিয়মিত রোগী পাচ্ছি। আমরা বুরো বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জোনে কর্মরতদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছি। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এই মতবিনিময় সভাগুলো সবার মাঝে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে এবং এখন তাদের সহযোগিতায় রোগীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যতে টাঙ্গাইলের সবগুলো শাখায় কর্মরতদের সঙ্গে এই ধরনের মতবিনিময় সভা অব্যাহত থাকবে।

মতবিনিময় সভার উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মাঝে রোগী ভর্তি করা ও অপারেশনের সুবিধা থাকার পরামর্শ ছিল সবচেয়ে বেশি। আমরা আশা করছি, এপ্রিল ২০১৯-এর মধ্যে এই সুবিধা চালু করতে সক্ষম হব। তুলনামূলক কম খরচে চিকিৎসা– আরেকটা উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল এই সভাগুলোতে। আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য প্রাথমিকভাবেই অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ শতাংশ কম, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। আর বুরো বাংলাদেশ-এর কর্মী ও সদস্যগণের জন্য রয়েছে এর ওপর ২০ শতাংশ ছাড়; যা সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রযোজ্য।

বুরো হেলথ কেয়ার

বর্তমান কার্যক্রমের সফলতার ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেখানে হার্ট, কিডনি ও ক্যানসার চিকিৎসার সর্বাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। এই সকল প্রচেষ্টা সার্থকতা পাবে তখনই, যখন আমরা দরিদ্র মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারব এবং তাদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারব।

- **ডা. মাহমুদুল হাসান,** *পরিচালক, বুরো হেলথ কেয়ার, টাঙ্গাইল*

অগ্নিনিরোধ এবং আমাদের সচেতনতা

আগুন! আগুন! আগুন! ভীষণ এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। ২০১৯ সালের এক-চতুর্থাংশ শেষ না হতেই রাজধানী ঢাকাতেই ঘটে গিয়েছে চারটি বড়ো ধরনের অগ্নিকাণ্ড।

নিমতলী থেকে তাজরীন ফ্যাশনস, সোহরাওয়ার্দী হাসাপাতাল থেকে চকবাজার চুড়িহাট্টা, বনানী এফ আর টাওয়ার আর গুলশান-১-এর ডিএনসিসি মার্কেটের পাশে কাঁচাবাজারে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড মনে করিয়ে দেয় কী বিশাল মৃত্যুঝুঁকিতে আছি আমরা। অগ্নিকাণ্ড একটি বড়ো ধরনের দুর্যোগ। সারা দেশে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ছোটো-বড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এর ভয়াবহতা।

বড়ো বড়ো অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতায় মৃতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের দিকে তাকালে দেখব, ২০১০ সালের ৩ জুন পুরান ঢাকার নিমতলীতে রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের বিস্ফোরণে নিহত হন নারী ও শিশুসহ ১২৪ জন, ২০১২ সালে ২৪ নভেম্বর তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১১১ জন এবং একই বছর গরীব অ্যান্ড গরীব গার্মেন্টসে লাগা আগুনে নিহত হন ২১ জন। হা-মীম গ্রুপের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানি ঘটে ২৯ জনের। ২০০৯ সালের ১৩ মার্চ বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডে কোনো প্রাণহানি না ঘটলেও পুরো ঢাকা শহরকে তীব্রভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল এ ঘটনা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে নগরবাসী, অনিরাপদ ভাবছে নিজেদের।

ফায়ার সার্ভিসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে সব বিভাগের তুলনায় শুধু ঢাকাতেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। ২০১৮ সালে সারা দেশে ৮ হাজার ৪৬১টি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকায় ২ হাজার ৮৮টি, চট্টগ্রামে ২৮৫টি এবং রাজশাহীতে ১১৬টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত আরো একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে শিল্পকারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২ হাজার ২৩২টি। আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। তবে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবে এ ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হবে বলে মনে করেন ভুক্তভোগীরা।

শুষ্ক মৌসুম শুরু হতেই প্রায় প্রতিদিনই সারা দেশের কোথাও না কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। সাধারণত বাংলাদেশে নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শুরু হয়, তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের দিকে অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা অনেকখানি বেড়ে যায়। পাশ্চাত্যে বিস্তীর্ণ অরণ্য ভূমিতে দাবানল জ্বলে পশুপাখি এবং বনজ সম্পদের ক্ষতি হওয়ার ঘটনা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। যা সম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু আমাদের দেশের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে মূলত অসাবধানতা এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে। গ্রামাঞ্চলে ছন ও টিনের ঘর অথবা খড়ের গাদায় দুর্ঘটনাক্রমে আগুন লেগে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এ ছাড়া ছোটো শিশুদের উৎসবে আতশবাজি পোড়ানো বা আগুন নিয়ে খেলার কারণেও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। কিন্তু শহরাঞ্চল বা শিল্প এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে বহুবিধ কারণে। মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়- ১. বৈদ্যুতিক গোলযোগ, ২. চুলার আগুন ও সিলিন্ডার বা বয়লার বিস্ফোরণ, ৩. সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা ৪. রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ, ৫. মশার কয়েল ইত্যাদিকে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাজার হাজার কোটি টাকার সহায়-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে যুক্ত হয় অযাচিত মৃত্যুর মিছিল। কিন্তু আমরা কি সচেতন

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে পূর্বপ্রস্তুতি

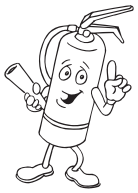

আবাসিক ভবনে সতর্কতা

- রান্নার পর চুলা সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলুন।
- ভেজা জামাকাপড় চুলার ওপর শুকাতে দেবেন না।
- গ্যাসের চুলা জ্বালানোর সময় কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে রান্নাঘরের সকল জানালা/দরজা খুলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন। চুলা জ্বালানোর পূর্বে ম্যাচের কাঠি ধরাবেন।
- গ্যাসের চুলার হোসপাইপ ফাটা/ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরিবর্তন করুন।
- রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেমন : সিলিন্ডারটি সোজা করে সঠিকভাবে রাখা, সিলিন্ডার গ্যাসের পাইপটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাল্টানো, গ্যাস রেগুলেটরটি ঠিকভাবে লাগানো।
- বাসাবাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন প্রতি ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা করুন।
- সঠিক মানের বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন। ক্ষতিগ্রস্ত বা সমস্যাযুক্ত বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- কাজ শেষ হলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সকেট থেকে খুলে রাখুন।
- ইস্তিরি, রুম হিটার, এসি, ফ্রিজ, গিজার এ ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য আলাদা সকেট ও প্লাগ ব্যবহার করুন। কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি একটানা দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করবেন না। বিশেষ করে এসি চালানোর মাঝখানে বিরতি দিন।
- বজ্রপাতের সময় ডিশ-অ্যানটেনা ও রাউটারের সংযোগ খুলে রাখুন।
- বাসাবাড়িতে অগ্নিপ্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। যেমন– হাতের কাছে সব সময় দুই বালতি পানি বা বালি মজুত রাখুন।
- স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সংরক্ষণ এবং যে-কোনো জরুরি প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করুন।

বহুতল ভবনে সতর্কতা

- প্রতিটি শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক ভবন এবং সরকারি-বেসরকারি বহুতল ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ ও বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।
- ফায়ার অ্যালার্ম ব্যবহার করুন।
- নিয়মিত ভবনের বৈদ্যুতিক কেব্‌ল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করুন।
- ধূমপানের জন্য সংরক্ষিত স্থান ব্যবহার করুন, জনসমাগম হয় এমন স্থানে ধূমপান পরিহার করুন।
- ভবনের আয়তন অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র মজুত রাখুন।
- অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের প্রয়োগ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- ছয় মাসে একবার অগ্নি মহড়ার ব্যবস্থা করুন।
- স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সংরক্ষণ এবং যে-কোনো জরুরি প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করুন।

হচ্ছি? প্রতিটি দুর্ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, দুর্যোগের ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধের সক্ষমতার ঘাটতিকে। নগরায়ণের কারণে মানুষ আজকাল তরতর করে বহুতল ভবন বানাতে পারলেই খুশি। একটু খরচ কমানোর জন্য মূল নকশার পরিবর্তন করে যেমন খুশি তেমন করে বাড়ি বানিয়ে ফেলে। আর যদি তা হয় কমার্শিয়াল স্পেস, তাহলে তো কথাই নেই। প্রথমেই আসে লাভের মোটা অঙ্কের হিসাব। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে কোনো রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা না রেখেই তৈরি হয়ে যায় বহুতল ভবন। সঙ্গে থাকে না জরুরি নির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা। ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কারোরই আর করার কিছু থাকে না।

অগ্নিকাণ্ড যে-কোনো সময়ে ঘটতে পারে। সেজন্য প্রতিটি বহুতল ভবন এবং বাসগৃহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এর ভয়াবহতা কমানো যায় অনেকাংশে। এ কারণে প্রথমেই কিছু বিষয়ের প্রতি মনোযোগী এবং গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন : ১. অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে পূর্বপ্রস্তুতি এবং ২. অগ্নিকাণ্ডের সময় করণীয়।

অগ্নিকাণ্ড একটি আতঙ্কের বিষয়। অগ্নিকাণ্ডের ধরন ও উৎসের ওপর ভিত্তি করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সময়ের সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। আগে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণে বড়ো ধরনের আগুন লাগত। এখন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাও অনেক বেশি ঘটছে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার প্রথম ধাপ হচ্ছে সচেতনতা। এর পরও যদি অকস্মাৎ আগুন লেগে যায়, যত দ্রুত সম্ভব তা নেভানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে ঘটে যেতে পারে অনেক বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা। এমনকি পাশের বাড়িতে আগুন লাগলেও নিজেকে নিরাপদ ভাবা ভয়ানক নির্বুদ্ধিতা।

বুরো বাংলাদেশের সারা দেশে বেশ কিছু নিজস্ব স্থাপনা রয়েছে, সেসব ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কিন্তু সংস্থার যেসব কর্মী ভাইবোন এখনো ভাড়া করা ভবনে কাজ করছেন এবং শাখার আবাসিকে অবস্থান করছেন, তাদের সকলকে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে আরো সচেতন হতে হবে। যাতে করে অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ও অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে। একই সঙ্গে প্রত্যেকের নিজ পরিবারের সদস্যগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। কোনো দুর্ঘটনাই আমাদের কাম্য নয়। তাই আগুন থেকে সবাই নিরাপদে থাকুন, অন্যকেও নিরাপদে রাখুন।

স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সংরক্ষণ এবং যে-কোনো জরুরি প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করুন

অগ্নিকাণ্ডের সময় করণীয়

- বিচলিত না হয়ে এবং বিলম্ব না করে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে সংবাদ দিন অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (০২-৯৫৫৫৫৫৫ ও ০১৭৩০৩৩৬৬৯৯) অবহিত করুন।
- অগ্নিকাণ্ডের শুরুতেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করুন। বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপণী যন্ত্র ব্যবহার করুন। তবে তৈল জাতীয় পদার্থের আগুনে পানি ব্যবহার বিপজ্জনক। বহনযোগ্য ফোম টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইসার/শুকনো বালি/ভেজা মোটা কাপড় বা চটের বস্তা দিয়ে চাপা দিন।
- বৈদ্যুতিক লাইনে/যন্ত্রপাতিতে আগুন ধরলে পানি ব্যবহার করবেন না, দ্রুত মেইন সুইচ বন্ধ করুন। সম্ভব হলে বহনযোগ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড/ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করুন। না পেলে শুকনো বালি ব্যবহার করুন।
- গায়ে বা পরনের কাপড়ে আগুন ধরলে মাটিতে গড়াগড়ি করুন।
- আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করুন।

বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে আটকে গেলে করণীয় :

- আতঙ্কিত হবেন না। বাইরের দিকে জানালা আছে, এমন ঘরে অবস্থান করুন।
- জানালা খুলে রঙিন বা যে-কোনো কাপড় নেড়ে উদ্ধারকারী দলকে সংকেত দিন।
- চারপাশে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেলে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন, সম্ভব হলে ভেজা কাপড়ে মুখ জড়িয়ে ধরুন। ধোঁয়ার উপরিভাগে অক্সিজেন কম থাকায় চেষ্টা করুন ধোঁয়ার নিচ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার। ধোঁয়ার মধ্যে শ্বাস নেয়া বিপজ্জনক, এতে শ্বাসনালি পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

• **তাসলিমা বারী**, *সহকারী কর্মকর্তা-কর্মসূচি*

ইট-পাথরের নাগরিক সভ্যতার শহরগুলো থেকে দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ বৃক্ষরাজি কিন্তু মানুষ তার শিকড়কে সহজে ভুলতে পারে না, তাই শৈশবে গ্রামবাংলার সবুজে বেড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের কিছু অংশ সবুজকে ধরে রাখতে চায় তাদের আবাসস্থলে। শৌখিন মানুষেরা তাদের ঘরবাড়িতে সবুজকে ধরে রাখার জন্য একান্ত প্রচেষ্টায় বাড়ির ছাদে তৈরি করছে শখের বাগান, যাকে আমরা ছাদবাগান হিসেবেই জানি। কালের পরিক্রমায় ও সময়ের সঙ্গে ছাদবাগান এখন আর শৌখিনতায় আটকে নেই। বিভিন্ন প্রকারের বাহারি ফুল চাষের মাধ্যমে ছাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও নিরাপদ ফল ও সবজি দিয়ে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাপূরণ, বিনোদন এবং অবসর কাটানোর এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে এ ছাদবাগান। এখন কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই এটা করা হয় না, বাংলাদেশের শহুরে কৃষিব্যবস্থায় একসময়ের শখের বাগান এখন পুরোপুরিই রূপান্তরিত হয়েছে ছাদকৃষিতে...

একটি ছাদবাগান এবং এর প্রাসঙ্গিকতা

ছাদবাগান কোনো নতুন ধারণা নয়। প্রাচীন সভ্যতায়ও ছাদবাগানের ইতিহাস চোখে পড়ে। খ্রিষ্টের জন্মেরও পূর্বে মেসোপটেমিয়া ও পম্পেই নগরীর কাছেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রোমান ভিলায় একটি নির্দিষ্ট ছাদ তৈরিই করা হয়েছিল শুধু বাগান করার জন্য। এগারো শতকে কায়রো শহরে অনেক বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়, যার প্রতিটিতেই ছাদবাগান করা হয়েছিল সৌন্দর্য বর্ধনের অংশ হিসেবে, যাতে সেচ দেয়ার জন্য প্রাণিশক্তির সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে পুলি দিয়ে নিচ থেকে ওপরে পানি তোলা হতো। প্রাচীন সভ্যতায় ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানও ছাদ ও বারান্দার সমন্বয়ে তৈরি একটি উৎকৃষ্ট বাগানের নিদর্শন।

বৈশ্বিক জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে আমাদের নগরায়ণ, একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শিল্প এলাকা। ফলে বাড়ছে তাপমাত্রা ও ঘটছে পরিবেশ দূষণ। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আশির দশক পর্যন্ত ঢাকা শহরে বনভূমি ছিল ২৬ শতাংশ, নব্বইয়ের দশক শেষে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১৬ শতাংশে এবং বর্তমানে তা ৮ শতাংশের কম। আমাদের দেশের সব শহর এলাকার চিত্র কম বেশি একই রকম, এতেই অনুমান করা যায় নগরায়ণ কীভাবে আমাদের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পরিবেশ রক্ষা ও নগরের তাপমাত্রা সহনীয় রাখতে অনেক দেশেই বাড়ির ছাদে বৃক্ষ রোপণ বা ছাদবাগান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আশার কথা, আমাদের দেশেও শহরাঞ্চলে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে ছাদকৃষির কার্যক্রম। এ কৃষির শুরুটা শৌখিন হলেও ধীরে ধীরে নিরাপদ খাদ্য ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণে এর গুরুত্ব বাড়ছে।

আমাদের শহরগুলোতে মাটির অস্তিত্ব দিন দিন কমে আসছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইস্পাতের কাঠামো ও কাচে মোড়ানো বহুতল ভবন। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ভবনে ব্যবহার করা হচ্ছে শক্তিশালী ধাতব পাত, ফাইবার ও গ্লাস। সূর্য থেকে তাপ ও আলো এ ধাতব কাচের কাঠামোয় পড়ে একটি থেকে অপরটিতে প্রতিফলিত হয় এবং বারংবার এই প্রতিফলনের ফলে আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যায়। এর ফলে শহর জুড়ে তৈরি হয় অসংখ্য হিট আইল্যান্ড। ভবনের ছাদ ও বারান্দায় বাগান স্থাপন করা হলে গাছের পাতা ও ক্যানপি এ তাপ শুষে নেয় এবং গাছের দেহ থেকে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাধ্যমে যে পানি জলীয় বাষ্প আকারে বের হয়ে যায় তা সে নির্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত কমিয়ে আনে। অসংখ্য ছাদ বাগান স্থাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই কোনো শহরের উচ্চ তাপমাত্রাকে কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়।

বেশিরভাগ ছাদবাগানকারীই আপন আপন উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে নিজের পছন্দের ফুল, ফল বা সবজির চাষ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অনেকেই কোনো সুনির্দিষ্ট মডেল বা বিজ্ঞানসম্মত উপায় অনুসরণ করেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এর কার্যক্রম টেকসই হয় না।

একটি পরিকল্পিত ছাদবাগান গড়ে তুলতে কিছু মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন

- ছাদের আয়তন ও কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গাছের জাত ও সংখ্যা নির্ধারণ করা।
- বহুবর্ষজীবী বড়ো গাছগুলো ছাদের বিম বা কলামের ওপর স্থাপন করা।
- অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বেশি ডালপালা ছড়ায়, এমন গাছগুলোকে ছাদের উত্তর অংশে এবং ছোটো আকার আকৃতির গাছসমূহ দক্ষিণ অংশে রোপণ করা ভালো।
- প্রতিটি ছাদবাগানে দু-একটি করে নিম, গাঁদা ফুল, তুলসী ও পুদিনাগাছ থাকা উচিত। এতে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হবে।
- ছাদে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে সাধারণত হাফ ড্রাম বা বড়ো/মাঝারি আকারের টব ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ড্রামে বা টবের মাটিতে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি উপাদান থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে, এজন্য মাটি ও জৈব সারের অনুপাত ৫০:৫০ হওয়া প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে গাছের বয়স অনুযায়ী সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতিবছর একবার টবের মাটি পরিবর্তন করতে হবে এবং বছরে কমপক্ষে ২ বার (বর্ষার পূর্বে ও বর্ষার পরে) সার প্রয়োগ করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে প্রথমবার গাছে ভালো ফুল ফল আসবে কিন্তু পরের বছর থেকে ফুল ও ফল ঝরার পরিমাণ বেড়ে যাবে, ফলের আকার ছোটো হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে গাছ খাদ্যের অভাবে মারা যাবে।
- যে-কোনো সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য কোনো নার্সারির চেয়ে কৃষিবিদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া উচিত।

প্রতিটি ছাদবাগানে দু-একটি করে নিম, গাঁদা ফুল, তুলসী ও পুদিনাগাছ থাকা উচিত। এতে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হবে

ছাদবাগান একটি নিয়মিত এবং ধারাবাহিক কার্যক্রম। একটি আদর্শ ছাদবাগান গড়তে হলে ভালো বীজ ও বিশুদ্ধ কলম চারা সংগ্রহ করতে হবে, যা শতভাগ মৌলিক গুণ (Genetically pure) সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে করা হয়। ভালো মানের চারার জন্য জেলা পর্যায়ে সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার অথবা BADC চারা বিক্রয় কেন্দ্র বা ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম প্লাজম সেন্টার থেকে চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ ছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ব্র্যাক নার্সারি বা কোনো বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

অনেকে বিভিন্ন টেলিভিশন মিডিয়া বা অন্য কারো ছাদ বাগান দেখে আকৃষ্ট হয়ে নিজে ছাদবাগান করার জন্য উদ্বুদ্ধ হন এবং অল্প সময়ে বাগান প্রতিষ্ঠার জন্য নার্সারি থেকে ফুল বা ফল ধরা অবস্থায় আকর্ষণীয় ফলবান বৃক্ষ নিয়ে এসে বাগানে স্থাপন করেন, যা মোটেও করা উচিত নয়। অধিকাংশ নার্সারি মালিকগণ শৌখিন ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য চারাগাছে প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসফেট, বিভিন্ন প্রকার ফলিয়ার স্প্রে এবং ফাইটো হরমোন ব্যবহার করে থাকেন, এতে গাছে আগাম শরীরবৃত্তিও পরিবর্তন বা Advance physiological maturity ঘটে, যার ফলে অল্প বয়সি চারা গাছে ফুল ফল আসে। এতে ক্রেতা আকৃষ্ট হয়ে উচ্চ মূল্যে তা ক্রয় করেন এবং কিছুদিন পরেই হতাশ হয়ে লক্ষ্য করেন গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ফল ঝরে যেতে শুরু করেছে বা আগাম ফল পাকতে শুরু করেছে। যদি সঠিক সময়ে ওই সব গাছের সঠিক ব্যবস্থাপনা না নেয়া হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে সে সকল গাছে আর কখনো কাঙ্ক্ষিত ফল আসে না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ছাদবাগান একটি নিয়মিত এবং দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিক কার্যক্রম। সুতরাং কোনো বাগান স্থাপন করার ক্ষেত্রে কোনো তাড়াহুড়া বা শর্টকাট পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয়। কারণ প্রকৃতি তা মেনে নেয় না।

যান্ত্রিক জীবনে ছাদবাগানের ছোটো একটি সবুজ উদ্যান আমাদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে সতেজ রাখতে সহায়তা করে। ছাদ না পেলে ব্যালকনিতেই গড়ে তুলুন আপনার আপন উদ্যান।

• **এ বি এম তাজুল ইসলাম,** *সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি*

সেকেন্ডারি লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

১৯৯০ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে বুরো বাংলাদেশ আজ দেশের অন্যতম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে ১ হাজার ৩৩টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কর্মসূচি পরিচালনা এবং একই সঙ্গে কর্ম এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন খাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কলেবর। কর্ম এলাকার ক্রমাগত বিস্তৃতি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি ও উন্নত করার জন্য যেমন দক্ষ জনবলের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'Secondary Leadership Development Program' (SLDP)-এর কার্যক্রম শুরু, যার প্রধান লক্ষ্য উপযুক্ত, কর্মদক্ষ এবং ভালো নেতৃত্ব গঠনে সহায়তা করা। একটি টেকসই সংগঠনের মজবুত ভিত হয়ে কাজ করে দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব। আর এ নেতৃত্বের অনুশীলনে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠানের যোগ্য নেতৃত্বের উত্তরসূরি হিসেবেও গড়ে ওঠে। শুধু নেতৃত্বের গঠনই এসএলডিপি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য নয়, এ কর্মসূচিটির আরো কিছু মহৎ লক্ষ্য রয়েছে।

SLDP কর্মসূচি এক বছরের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এক্সিকিউটিভ মিটিং রুমে প্রতি মাসে দুই দিন এসএলডিপি কর্মসূচির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চেয়ারপারসন সুখেন্দ্র কুমার সরকারসহ সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও তৎপরবর্তী একজন করে উর্ধ্বতন সদস্য উপস্থিত থাকেন।

এ পর্যন্ত এসএলডিপি কর্মসূচির মোট পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোতে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তসহ গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। সভায় সকল বিভাগের কর্মীগণ সকলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

SLDP কর্মসূচি-র উদ্দেশ্য

- জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি।
- নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন।
- ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন।
- ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে বুরো'র অবস্থান নির্ণয়।
- কর্মী সন্তুষ্টি ধরে রাখার উপায় জানা।
- দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব তৈরি করার পন্থা জানা।
- কার্যকরী সমন্বয় সাধন করার উপায় জানা।
- মানবিক যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- নতুন নতুন ধ্যানধারণার সাথে পরিচিত হওয়া।

শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, একজন মানুষ যে-কোনো উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এসএলডিপি কর্মসূচি থেকে অর্জিত জ্ঞান আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারি। যাতে করে আমরা একজন মানবীয় গুণসম্পন্ন মানুষ এবং যোগ্য উন্নয়ন কর্মী হয়ে উঠতে পারি।

মানবসাফল্য তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষই চারপাশের পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক দিনেই এ অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা উচিত নিজেদের সমৃদ্ধ করার। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নিজেদের আরো বেশি মননশীল, সৎ, বুদ্ধিদীপ্ত, কর্মশক্তিসম্পন্ন এবং মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। আর এ কারণেই আমাদের সব সময় নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে হবে। অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজেদের ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট হতে হবে এবং সকলের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে অপরকেও সমৃদ্ধ করতে হবে। যাতে করে এসএলডিপি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য সফল এবং সারগ্রাহী হয়।

এসএলডিপি'র মুখ্য বিষয়গুলো

- মানুষকে 'মানুষ' হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তার 'সৃজনশীলতায়' আস্থা রাখা।
- একজন 'উন্নয়ন কর্মী' হিসেবে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।
- সময়ের সদ্ব্যবহার ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। একই সাথে সৎ, নিষ্ঠাবান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মী হওয়া।
- Given Power-এর চেয়ে Earned Power-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া।
- সহকর্মীদের প্রতি সমানুভূতির মনোভাব ব্যক্ত করা।
- 'আমি' শব্দের চেয়ে 'আমরা' শব্দ ব্যবহারে বেশি উৎসাহিত হওয়া।
- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা।
- সব সময় নিজেকে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ভাবা। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ না করে ফ্যাসিলেটরের ভূমিকা গ্রহণ করা।
- সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং প্রতিষ্ঠানের সভাগুলোতে নতুন নতুন ধ্যানধারণার অবতারনা করা।
- ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়া।
- টিমে কাজ করার মানসিকতা এবং ঝুঁকি নিয়ে কাজ পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন করা।

• **নিলুফুন নাহার চৌধুরী**, *কর্মকর্তা, এইচআরএম*

খবরা খবর

কর্মসূচির অগ্রগতিসংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

বুরো বাংলাদেশ-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে ৬ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সাতটি বিভাগে সকল এলাকা এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণের অংশগ্রহণে 'কর্মসূচির অগ্রগতি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা-২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। সে ধারাবাহিকতায় গত ৫ মার্চ ২০১৯ প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালকসহ পরিচালকমণ্ডলী, সমন্বয়কারী-কর্মসূচি, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক এবং এলাকা ব্যবস্থাপকগণসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী সভায় কর্মসূচির অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনা, ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন, সঞ্চয়ের বহুমুখীতা ও পরিধি এবং খেলাপি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উৎসে কর ও মূসক বিধি প্রতিপালন বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে কর ও উৎসে মূসক বিধিবিধান প্রতিপালন-বিষয়ক একটি কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলের মধুপুর মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক ও করসংক্রান্ত বিধিবিধান সঠিকভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, অফিস ব্যবস্থাপক, রেস্টহাউজ ব্যবস্থাপক ও সিএইচআরডিগুলোর হিসাবরক্ষকগণ। মূসক, কর ও হিসাবসংক্রান্ত এই কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম।

বুরো বাংলাদেশের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বুরো বাংলাদেশের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। সভায় আলোচ্যসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

গভর্নিং বডির ১২৪তম সভা

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৯-এ বুরো বাংলাদেশের গভর্নিং বডির ১২৪তম সভা প্রধান কার্যালয় সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্যগণ, নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক এবং প্রধান সমন্বয়কারী– নির্মাণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার।

প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা-২০১৯

প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা-২০১৯ গত ৩ মার্চ বুরো বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, মধুপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ বিভাগের মুখ্য সমন্বয়কারী, রতিশ চন্দ্র রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, পরিচালক অর্থ জনাব এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, উপপরিচালক কর্মসূচি ফারমিনা হোসেন, সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা মো. নজরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ ইন্দ্রনীল ইন্দুসহ প্রশিক্ষণ বিভাগের সকল প্রশিক্ষক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপকবৃন্দ। উক্ত সভায় ২০১৮ সালে প্রশিক্ষণ বিভাগের অর্জন ও ২০১৯ সালের পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।

জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে আয়োজিত অনুষ্ঠিত কোর্সসমূহ

প্রশিক্ষণের নাম	অংশগ্রহণকারী	ব্যাচ	পুরুষ	মহিলা	মোট
ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ	শাখা ব্যবস্থাপক	৫	১৪৮	১	১৪৯
ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ	শাখা হিসাবরক্ষক	৮	২০৬	১৭	২২৩
ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ	কর্মসূচি সংগঠক	২৬	৬৭৪	৮৫	৭৫৯
হিসাব ও ভ্যাট ব্যবস্থাপনা	কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (অফিস ব্যবস্থাপক)	১	৩২	৪	৩৬
মোট			**১১১৩**	**১০৭**	**১২২০**

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নবিষয়ক কর্মশালা

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, মধুপুরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকর কেন্দ্র পরিদর্শন, চলমান কর্মপদ্ধতি, দলগত নিরীক্ষা কার্যক্রম, কার্যকর পাশবই পরীক্ষা প্রক্রিয়া এবং নিরীক্ষকদের সামর্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়ন– এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন পরিচালক– ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিক এবং সমন্বয়কারী নিরীক্ষা জনাব আমিনুল করিম মজুমদার।

বুরো বাংলাদেশের অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অডিট কমিটির ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অডিট কমিটির চেয়ারপারসন জনাব ড. নুরুল আমিন খান, সদস্য জনাব ড. এম এ ইউসুফ খান ও সদস্য জনাব সৈয়দ সাহাদত হোসেন (পিটু)। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাণেশ বণিক, পরিচালক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; ফারমিনা হোসেন, উপপরিচালক, কর্মসূচি; সমন্বয়কারী নিরীক্ষা জনাব আমিনুল করিম মজুমদার ও বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ।

জেন্ডার–সমতা উন্নয়নবিষয়ক কর্মশালা

সংস্থার কর্মীদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আটটি অঞ্চলের সকল স্তরের কর্মীদের নিয়ে জেন্ডার-বিষয়ক কর্মশালা এবং নবগঠিত আঞ্চলিক জেন্ডার কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা গত ২৪ ও ২৫ মার্চ তারিখে সংস্থার খুলনা এবং ৩রা ও ৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার জেন্ডার কোর কমিটির সভাপতি ও পরিচালক– ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, মুখ্য সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ, সমন্বয়কারীদ্বয় মো. নজরুল ইসলাম এবং ইন্দ্রনীল ইন্দু, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়, আঞ্চলিক, এলাকা এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক জেন্ডার কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের জেন্ডার কোর কমিটির সদস্যবৃন্দ। অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের বর্তমান জেন্ডার-বিষয়ক সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়সমূহ তুলে ধরেন।

শোক সংবাদ

বিচিত্রা রানী মধু পিন-৮৩৭৪, ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক, সদরপুর শাখা, ফরিদপুর অঞ্চল। সংস্থায় যোগদানের তারিখ ১০.১০.২০০৯। গত ২৮ মার্চ তারিখে মোটরবাইকের পেছন থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পান। দ্রুত তাকে বিশ্ব জাকের মঞ্জিল আটরশি হাসপাতালে নেয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শে প্রথমে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও পরে ওই দিনই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর চিকিৎসকের পরামর্শে ড. সিরাজুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং রাত ২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত মাথায় অস্ত্রোপচার শেষে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। অবশেষে আইসি ইউতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ৩১ মার্চ দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্য সকল সহযোগিতা প্রদান করা হয়। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। বিচিত্রা রানী মধু ছিলেন কাজে আন্তরিক এবং স্বভাবে শান্ত, ভদ্র, নম্র, স্বল্পভাষী একজন মানুষ ছিলেন। এমন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে হারিয়ে প্রত্যেকেই গভীরভাবে শোকাহত এবং মর্মাহত। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

- **মীর মুকুল হোসেন**
  ঊর্ধ্বতন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
  ফরিদপুর অঞ্চল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বুরো বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ ছিল বুরো বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোহাম্মদ সাহেদুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাসুদুল হাসান তাপস, উপপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া; পুলিশ পরিদর্শক জনাব আতিকুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা; জনাব এনামুল হক, চেয়ারম্যান তালশহর ইউনিয়ন পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং এফএনবি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সভাপতি জনাব মো. ইসহাক হোসেনসহ স্থানীয় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) আনোয়ারুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন বুরো বাংলাদেশের কুমিল্লার বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জনাব আব্দুস ছালাম। সম্মানিত প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলাদেশ সরকার দেশকে আর্থসামাজিক খাতে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায় আর এ কৌশল হিসেবে সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি এনজিওদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বুরো বাংলাদেশের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তা কামাল আহমেদ।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের ত্রৈমাসিক কর্মীসভা

আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশ তার লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এনহ্যান্সড ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অন ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগ্রাম (ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগ্রাম) পরিচালনা করে আসছে। গত অক্টোবর ২০১৮ থেকে ২য় ফেইজের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর তা আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৭ জানুয়ারি রবিবার বুরো বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়ে ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের ত্রৈমাসিক কর্মীসভা এবং ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভুক্ত সকল কর্মী, প্রশিক্ষক, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সহকারী সমন্বয়কারী- বিশেষ কর্মসূচি উপস্থিত ছিলেন।

শাখা হিসাবরক্ষকদের নিয়ে দেশব্যাপী মতবিনিময় সভা

সংস্থার পদবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্তরে রয়েছে শাখা হিসাবরক্ষকগণ। ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকগণ শাখার সমুদয় আর্থিক লেনদেনসহ নগদ তহবিল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। হিসাবরক্ষকগণের দায়িত্ব পালনে সামান্য গাফিলতি বা অনিয়মের কারণে একদিকে সংস্থা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে হিসাবরক্ষকদেরও বহুবিধ আর্থিক অনিয়মের দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়। হিসাবরক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং সততার জন্য বুরো বাংলাদেশ আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। হিসাবরক্ষকগণ নিজ নিজ শাখায় হিসাবের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মীগণের হিসাব সঠিকভাবে রাখতে নিয়মিত সহায়তা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শাখা কার্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে হিসাবরক্ষকদের সঙ্গে খোলামেলা মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে সংস্থার ২৫টি অঞ্চলে শাখা হিসাবরক্ষকগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারি 'কর্মসূচি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৫টি টিমের প্রধানসহ সদস্যবৃন্দ, আঞ্চলিক ও এলাকা ব্যবস্থাপকগণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ ধরনের সভা হিসাবরক্ষকদের দায়ীত্বশীলতা এবং পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, মধুপুরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরিকল্পনা সভা নিরীক্ষা বিভাগের সকল পর্যায়ের সহকর্মীদের মিলনমেলার মতো। পরিকল্পনা সভায় বিগত বছরের নিরীক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, একই সঙ্গে পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনাও উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক– ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিক। নিরীক্ষকদের সঙ্গে আরো উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়কারী নিরীক্ষা জনাব আমিনুল করিম মজুমদার।

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রত্যয়

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ • সংখ্যা-১৬ • বর্ষ-৫

চট্টগ্রাম ও বরিশাল বাণিজ্য মেলায় বুরো ক্র্যাফট

চট্টগ্রাম ও বরিশাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর পৃথক পৃথক আয়োজনে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বুরো ক্রাফট চমৎকার সব হস্তশিল্প পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

বিদেশে সেমিনারে অংশগ্রহণ

- Opportunity International-এর আমন্ত্রণে পরিচালক– বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম এবং সহকারী সমন্বয়কারী– বিশেষ কর্মসূচি এসএমএ রাকিব গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত ভারতের বানারসে স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের জন্য এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
- গত ২৪-২৫ মার্চ অনুকূল ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি সম্মেলন মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সংস্থার সমন্বয়কারী অর্থ ও হিসাব মো. আব্দুল হালিম, কর্মকর্তা অর্থ ও হিসাব মো. ফরিদ উদ্দীন আহমদ এবং কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন।
- সংস্থার নির্মাণাধীন বিভিন্ন স্থাপনার প্রয়োজনে নির্মাণবিষয়ক উপকরণের মান যাচাই এবং সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে গত ১৬-২৬ মার্চ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, পরিচালক অর্থ জনাব এম মোশাররফ হোসেন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রধান জনাব মুকিতুল ইসলাম চীনের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, কারখানা এবং শোরুম পরিদর্শন করেন।

খবরাখবর সংকলনে প্রাণেশ বণিক